ECHOES
INDIA

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

জুলাই ২০১৪ ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

মানাপাক্কাম আশ্রমের খবর

মে ২০১৪

ভান্ডারার পর: গুরুদেব দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে ভান্ডারা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাসীরা ফিরে যেতে শুরু করেছে আর আবার এই জায়গা খালি হয়ে যাবে। এই উৎসবের বিশেষত্ব ছিল তিনদিনই গুরুদেব সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তাঁর শরীর মোটামুটি ভালই ছিল এবং যখনই সম্ভব হয়েছে তিনি কটেজে বিভিন্ন আলোচনায় ও বৈঠকে ব্যস্ত ছিলেন। ৩ মে শনিবার সকালে প্রাতরাশের পর তিনি অনেক অভ্যাসীর সাথে দেখা করেন ও তাদের সিটিং দিতে চান। তিনি যাদের সিটিং দেবেন তাদের নির্দিষ্ট করে ডেকে নেন আর অন্যদের বাইরে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়ে এক দীর্ঘ সিটিং দেন। পরে তিনি তাঁর অফিস ঘরে একদল অভ্যাসীদের সাথে আলোচনায় সকালের সময় অতিবাহিত করেন।

নতুন গল্ফ্ কার্ট্: বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন ও বৈদ্যুতিন-চালিত চেয়ারযুক্ত নতুন এক গল্ফ্ কার্ট্ গুরুদেবের জন্য আনা হয়েছে। গুরুদেবের হুইল্‌চেয়ার এখন গল্ফ্ কার্টের সাথে সংলগ্ন করা যায় এবং এর সাহায্যে চেয়ার সমেত তাঁকে জায়গামত বসিয়ে দেওয়া যায়। গুরুদেব এই নতুন গল্ফ্ কার্টে একটু ঘুরে আসেন এবং এর যান্ত্রিক ব্যবস্থায় খুব খুশী হন। এই ব্যবস্থায় তিনি সহজেই গল্ফ্ কার্টে বসতে পারেন এবং এর সাহায্যে নিয়মিত আশ্রম প্রদক্ষিণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

গুরুদেবের পৌত্র ভার্গব শহরে থাকায় গুরুদেব তার সঙ্গে ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। তিনি বিশ্রাম না নিয়ে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিলেন এবং সাড়ে পাঁচটায় তিনি তাঁর নতুন গল্ফ্ কার্টে প্রদক্ষিণে বেরিয়ে পড়েন, ভার্গব তখন তা চালিয়ে নিয়ে যায়।

কয়েকদিনের মধ্যেই গুরুদেব তাঁর পুরানো রুটিনে ফিরে আসেন। সকাল ৫ টায় ধ্যান করার জন্য উঠে পড়েন, সকালের খবরের কাগজ তাঁকে পড়ে শোনানো হয়, তিনি সময়ে প্রাতরাশ সারেন ও তাঁর ই-মেইল চেক্ করেন। তিনি খুব আগ্রহ সহকারে বর্তমান ভারতবর্ষে নির্বাচনী পদ্ধতিকে লক্ষ্য করেন। যখন তিনি সংবাদ দেখেন তখন তিনি একেবারে নীরব হয়ে চারপাশে কি ঘটছে তা গভীরভাবে লক্ষ্য করেন। বিশেষতঃ 'এক্সিট্ পোল' ও ভাষ্যকারদের পর্যবেক্ষণ শুনতে তিনি ভীষণভাবে আগ্রহী।

গুরুভাইয়ের পরিবারের আশ্রম পরিদর্শন: বাবুজী মহারাজের গুরুভাইদের এক পরিবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গুরুদেব যথেষ্ট ক্লান্ত ছিলেন এবং তখন তাঁর বিশ্রামের সময় হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে দেখা করেন ও তাদের সিটিং দেন। গুরুদেব টিভিতে মহাদেব, মহাভারত ও বুদ্ধ এই সিরিয়ালগুলি দেখছেন। তিনি একাধিকবার বলেছেন যে তিনি এই এপিসোডগুলি থেকে অনেক কিছু শিখছেন।

বেশ কিছু অভ্যাসী তাঁর সাথে টিভি সিরিয়াল দেখছেন যারা হিন্দি বোঝেন না। গুরুদেব সিরিয়াল চলাকালীন অনুবাদ করে তাদের কাহিনী বুঝিয়ে দেন।

১৯ মে ১০.৩০ নাগাদ গুরুদেব এক শপিং মলে যান। তিনি সেখানে অনেক সময় কাটান এবং দুটোর সময় রেস্টুরেন্টে পৌঁছান। প্রায় ১৫ জন অভ্যাসী নিয়ে তিনি মধ্যাহ্নভোজ সারেন। গুরুদেব যদিও খুবই কম খান, তবুও তিনি নিশ্চিত হন যে সকলে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্ডার করেছে। তিনি ছিলেন প্রকৃত অতিথিসেবক। দুর্ভাগ্যক্রমে, এতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন ও তাঁর শরীরে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। আগামী দুদিন তাঁর জ্বর দেখা দেয় ও তাঁকে চিকিৎসকের অধীনে থাকতে হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে থাকেন।

শিক্ষা – এক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া: ২৩ মে, গুরুদেব কিছু রাশিয়ান অভ্যাসীদের সিটিং দেওয়ায় জন্য ডাকেন। সিটিং শেষে গুরুদেব বলেন তিনি আবার রাশিয়ান শিখতে খুবই আগ্রহী। তিনি ভ্রাঃ আলেক্সীকে ডাকেন এবং তাঁর জন্য কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রেকর্ড করান যা তিনি পরে শুনতে পারেন। গুরুদেব বলেন, "আমি নিজেই আমার শিক্ষণীয় বিষয় তৈরী করছি, সেগুলো রেকর্ড করে রাখি আর পরে চালিয়ে শুনি ও শিখতে থাকি।"

শনিবার, ২৪ মে ২০১৪: পন্ডিচেরী থেকে সপ্তাহ শেষে প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী মানাপাক্কামে আসেন। গুরুদেব সন্ধ্যা ৬ টায় কটেজের বাইরে বসেন এবং অভ্যাসীদের সাথে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় কাটান।

২৫ মে রবিবার ছিল ভঃ প্রিয়া ও ভ্রাঃ কৃষ্ণার বিবাহ বার্ষিকী। ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেব সকলকে প্রসাদ বিতরণ করেন এবং সকাল ৭ টায় উপস্থিত অভ্যাসীদের নিয়ে তিনি এক সিটিং দেন।

২৬ মে সোমবার গুরুদেব MIOT হস্‌পিটালে স্বাস্থ পরীক্ষার জন্য যান কারণ তাঁর স্বাস্থের পরিবর্তন এক চিন্তার বিষয় ছিল। পরীক্ষার ফল ভালই পাওয়া যায়। গুরুদেব নরেন্দ্র মোদীর ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শপথ অনুষ্ঠান দেখেন।

লালাজী মেমোরিয়াল ওমেগা ইন্টারনেশনাল স্কুল : দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর CBSE বোর্ডের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এবং ওমেগা স্কুলের সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে। দশম শ্রেণীতে ১৪২ জন ছাত্রের মধ্যে সকলেই উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৯ জন ছাত্রের CGPA (Cumulative Grade Point Average) ক্রমাঙ্ক ১০। গুরুদেব যারপরনাই খুশী হয়েছিলেন এবং সকলকেই এই খুশীর খবর জানাচ্ছিলেন।

"স্মরণ একজন প্রেমিককে তার প্রিয়তমের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এই ঘনিষ্ঠতার কোন সীমারেখা চিহ্নিত করা যায় না। প্রেম বা সমৃদ্ধ যত গভীর, ততই একজন ভক্ত তাঁর (ঈশ্বরের) দিকে অগ্রসর হন। এই অন্তরঙ্গতা উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের কাছে আসে। এখন এই অন্তরঙ্গতাকে তাঁর পরম নিশ্চিত সান্নিধ্যে উন্নীত করা আমাদেরই দায়িত্ব।"

বাবুজী মহারাজ

Complete works of Ram Chandra, Vol. 1,
Chapter "Maxim -2"

কেরালা প্রশিক্ষণ সম্মেলন

মে ৩০, ৩১ ও ১ জুন, ২০১৪

কেরালা থেকে প্রায় ৬৫ জন প্রশিক্ষক মানাপাক্কামে সমবেত হন এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করার জন্য। ভ্রাঃ কমলেশ প্রথম দিন সকলকে সম্বোধন করেন। প্রত্যেক দিনই প্রশিক্ষকদের জন্য অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত সিটিং এরও ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন অধিবেশনে গুরুদেবের উদ্ধৃতি এবং তার উপর আলোচনা ও পারস্পরিক মত বিনিময়, ভ্রাঃ রাজেশ রাঠোড় দ্বারা এক প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং সেবার উপর আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সেবা করা অবস্থায় একজন অভ্যাসীর কথোপকথনশৈলী, শ্রবণকুশলতা ও সহ্যশক্তির পর্যবেক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই অধিবেশনে ছাদের উপর বাগান করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লাইব্রেরী বিল্ডিং এর ছাদের উপর সমস্ত প্রশিক্ষকরা মিলে এক সব্জী বাগান তৈরী করেছিল। ৩১ মে গুরুদেব সমস্ত প্রশিক্ষকদের সাথে দেখা করেন ও তাদের এক সিটিং দেন। রবিবার দুটো ভিডিও অধিবেশন দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। একটা ছিল ভ্রাঃ কমলেশের ছোট ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে কিভাবে কেন্দ্রকে সক্রিয় রাখা যায় আর অন্যটা ছিল পরিশোধনের উপর গুরুদেবের ভিডিও সেশন।

তৃতীয় ওমেগা প্রাক্তনী মিলন:

জুন ৯ – ১৪, ২০১৪

ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল ৯ জুন সৎসঙ্গ দিয়ে এই সমাবেশের সূত্রপাত করেন। এরপর অভ্যাসীরা হলের মধ্যে সমবেত হলে, ভ্রাঃ কমলেশ তাদের এক উদ্ভাসিত বক্তব্য দিয়ে সম্বোধন করেন। পরবর্তী দিনগুলি বিভিন্ন কাজের মধ্যে ভাগ করা হয়েছিল, যেমন – বাইরে থেকে আসা অভ্যাসীদের বক্তব্য ও অধিবেশন, কিছু স্বেচ্ছাসেবকের কাজ, পরবর্তী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য অভ্যাস এবং অবশ্যই নিয়মিত ধ্যান ও সাধনা। সমস্ত অধিবেশন ও সমাবেশগুলিই ছিল মনোরম ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি জীবনের বিভিন্ন দিক ও মূল্যবোধকে স্পর্শ করেছিল। ১২ জুন তারা কটেজে গুরুদেবের থেকে এক সিটিং নেয়। তিনি এক ছোট্ট বক্তব্য রাখেন এবং ১৪ জুন ওমেগা প্রাক্তনী মিলন দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৪ জুন সকলে LMOIS পরিদর্শন করে। সেখানে শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কদের সাথে এক সুন্দর সময় কাটায় এবং ছোটদের অনুপ্রাণিত করার ব্যাপারে কিছু কথাবার্তাও হয়। আশ্রমে ফিরে আসার পর অনুষ্ঠানের শেষ কার্যক্রম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকলেই দারুণ প্রদর্শন করে এবং আরও একবার গুরুদেবের সাথে সাক্ষাৎকারের সুযোগ পায়। গুরুদেবের সাথে সকলের গ্রুপ ফটো নেওয়া হয়। কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকলের কাছেই ঐ অনুষ্ঠান আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নতুন প্রশিক্ষক তৈরী সমাবেশ

৩১ মে – ১৪ জুন, ২০১৪

সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় ২৭ জন হবু প্রশিক্ষক তাদের প্রস্তুতিমূলক পদ্ধতি হিসাবে মানাপাক্কামে দু–সপ্তাহের এক কঠোর সমাবেশে অংশগ্রহণ করে। তাদের প্রস্তুতিমূলক সিটিং ছাড়াও সকালে নানা রকম কার্যক্রমে এবং সন্ধ্যায় গুরুদেব অথবা ভ্রাঃ কমলেশের প্রশিক্ষকের কাজের উপর বিভিন্ন ভিডিও সেশনে অংশগ্রহণ করতে হত। এর পরেই তাদের সেই বিষয়ের উপর আলোচনায় অংশ নিতে হত যাতে তারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে 'প্রত্যুষে সত্য' এর কয়েকটি অধ্যায়ের উপর আলোচনা করে ও তা উপস্থাপনা করে। কার্যক্রমের দুটি অধিবেশন সেবার উপর নিয়োজিত ছিল যেখানে তারা বাগিচা নির্মাণ ও জমি সমতল করার কাজে ব্যস্ত ছিল। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে অভ্যাসীরা ভ্রাঃ কমলেশের সাথে চাঁদের আলোয় নৈশভোজে অংশ নেয়।

আমার সহজমার্গে আসা

পানভেল, মুম্বাই

২৫ মে মুম্বাই পরিদর্শনকালে ব্যাঙ্গালোর CREST এর ডিরেক্টর ভ্রাঃ মোহনদাস হেগড়ে প্রায় ৮০ জন অভ্যাসীর এক অধিবেশন পানভেল আশ্রমে পরিচালনা করেন । 'আমার সহজ মার্গে আসা' বিষয়ে প্রত্যেকে আত্মসমীক্ষা করে এবং এখন এখানের আসা এবং যখন শুরু করেছিল তখনের আসার ব্যাপারে পরস্পর ভাব বিনিময় করে ।

তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন, গুরুর দেওয়া যে প্রথম সিটিং আমরা নিই তা খুবই শক্তিশালী । সে সময় বীজ বপন হয় এবং আত্মা জাগরিত হয় । তিনি জানতে চান, প্রত্যেকে গুরুর এই কাজের সঠিক মূল্য দিয়েছে কি না এবং তারা তাদের আধ্যাত্মিক প্রগতিতে অংশগ্রহন করতে ইচ্ছুক ছিল কিনা । প্রার্থনা ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকার গুরুত্বের উপর তিনি জোর দেন ।

ZICর পরমাকুডি কেন্দ্র পরিদর্শন

১৭ মে তামিলনাড়ুর (২ ডি) অঞ্চল ভারপ্রাপ্ত ভ্রাঃ পি. রমানাথন পরমাকুডি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন । পরমাকুডি, মানামাদুরাই, রমানাথপুরম এবং শিবগঙ্গাই কেন্দ্রের প্রশিক্ষক সহ ৬৪ জন অভ্যাসী এতে অংশগ্রহন করে । সকালের সৎসঙ্গের পর প্রায় ২০ জন নিমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে এক মুক্ত অধিবেশন হয় । প্রশিক্ষক ভ্রাঃ রমানাথন, রাধাকৃষ্ণণ, কুমার এবং ভাস্করণ অংশগ্রহনকারীদের কাছে ধ্যানের উদ্দেশ্য, সহজ মার্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ফলপ্রসূতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন । ১০ জন অভ্যাগত শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাদের মধ্যে ৮ জন সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক সিটিং নিতে শুরু করে ।

অভ্যাসীরা তাদের অভিজ্ঞতা ও ধ্যানের সুফলের উপর বক্তব্য রাখার পর সন্ধ্যার সৎসঙ্গ করে অধিবেশন সমাপ্ত করা হয় ।

IISC ব্যাঙ্গালোর অভ্যাসীদের মানাপাক্কাম পরিদর্শন:

দ্য ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিট্যুট্ অব্ সায়েন্স্, ব্যাঙ্গালোরে এখন প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী থাকেন । ইন্‌স্টিট্যুটের ইমেরিটাস প্রফেসর এবং প্রশিক্ষক ভ্রাঃ এ. পেরুমল অভ্যাসীদের সঙ্গী হয়ে ৭ ও ৮ জুন BMA মানাপাক্কাম পরিদর্শনে যান । সেখানে থাকাকালীন সৎসঙ্গে অংশগ্রহণ করে তরুণ অভ্যাসীরা স্বেচ্ছাসেবকের কাজ হিসাবে আনন্দসহকারে আম পাড়ে । তাদের পরিদর্শনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল প্রথমদিন সন্ধ্যায় গুরুদেবের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার । গুরুদেব তাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নিয়ে আশীর্বাদ করেন ।

রবিবার সৎসঙ্গের পর তারা মিশনের ৩ অভিজ্ঞ অভ্যাসী ভ্রাঃ ভি. কে. সোমাকুমার, ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই এবং ভ্রাঃ আল্‌বার্টো লাফ্রাঞ্চির সাথে পারস্পরিক আলোচনা করে । তাঁরা গুরুদেব, মিশন ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অভ্যাসীদের বহু প্রশ্নের উত্তর দেন । তাঁদের উত্তরের মধ্যে চিত্তাকর্ষক ঘটনা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ছিল । দলের সকলে আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ ও পূর্বের তুলনায় ভালো অভ্যাস করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হয় ।

ফ্যাকাল্টি উন্নয়ন কর্মসূচি, খড়গ্পুর

ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পাটনায় অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক সভায় বিহার ও ঝাড়খন্ডে বিদ্যমান 'অভ্যাসে সম্পূর্ণ শিক্ষা' কর্মসূচি (GITP) অধিকতর কার্যকরী করতে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় । ফলস্বরূপ বিহার (৩৪), ঝাড়খণ্ড (২২), পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর সিকিম (২) এবং পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ (১৮) এর প্রতিনিধিদের ভ্রাঃ মনোজ তিওয়ারী (ZIC ১৭ ও ২০ অঞ্চলের) পরিচালিত খড়গ্পুর CREST এ কার্যক্ষমতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিকল্পিত হয় ।

ভগিণী নন্দিতা মাথুর, ছবি সিসোডিয়া, ভ্রাঃ সন্তোষ শ্রীনিবাসন ও ভ্রাঃ আলবার্টো লাফ্রাঞ্চির সহায়তায় নতুন প্রশিক্ষকরা একত্রিত হয়ে গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করলেন ও প্রস্তুতি নিলেন কেবল প্রতিনিধিদের জন্য নয়, নিজেদের জন্যও ।

প্রাপ্ত উৎসাহে কর্মসূচি বেশ সফল হয় এবং প্রত্যেকেই প্রচুর শিক্ষালাভ করেন । উচ্ছ্বাস, হাসি, আনন্দ, গভীর ভাবনা – চিন্তা, কঠোর শ্রম এবং সর্বোপরি সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের এক চমৎকার পরিবেশ ছিল । ৫০ জন শিক্ষার্থী GITP কর্মসূচি শুরু করতে প্রস্তুত এবং ২৫ জন সাহায্য করতে প্রস্তুত ।

প্রশিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচি, জব্বলপুর

মধ্যপ্রদেশের (পূর্ব ও পশিম) ও বিদিশার প্রশিক্ষকদের জন্য

৫– ৮ জুন জব্বলপুর আঞ্চলিক আশ্রমে (৮ বি) চারদিনের এক 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি' অনুষ্ঠিত হয় । ভ্রাঃ সন্তোষ শ্রীনিবাসন অধিবেশন পরিচালনা করেন । গুরুদেবের নির্ধারিত 'তোমার হৃদয়ের উন্নয়নে তোমার হৃদয়কে কাজে লাগাও' কর্মসূচির বিষয় । এই কর্মসূচির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এর কোন নির্দিষ্ট কর্মতালিকা ছিল না । কেবল নীরবে হৃদয় নিয়েই কাজ । সমস্ত অংশগ্রহণকারী এর প্রশংসা করে এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির গভীরতা উপভোগ করে ।

পুনর্জাগরণ – তামিলনাড়ু উত্তর

'চরিত্র গঠনের হাতিয়ার হিসাবে দশসূত্র' এর উপর অঞ্চল ২এ ২৫ মে সালেম, কৃষ্ণগিরি, ভেলোর (বাদবিরিঞ্চিপুরম) এবং ১ জুন হারুর–এ নতুন জীবনীশক্তি লাভ করার এক আধ্যাত্মিক সমাবেশ হয় । এই চার কেন্দ্র থেকে সাহায্যকারী হিসাবে যথাক্রমে ভঃ এঝিলারাসি, ভ্রাঃ রঘুপতি, ভ্রাঃ সুদর্শন ও ভ্রাঃ মুরুগারাসন আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অভ্যাসীদের শিক্ষা ও জ্ঞান দিতে । আলোচনায় ১ ও ৩ নং সূত্র নেওয়া হয়েছিল ।

পারস্পরিক কথাবার্তায় এবং গুরুদেব ও বাবুজীর উদ্ধৃতি এবং তাঁদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনুচ্ছেদের মাধ্যমে অধিবেশন সমৃদ্ধ হয় । বাস্তব জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশভাক হয়ে তারা ব্যবহারিক জ্যোতিঃ কেন্দ্র পায় । সমাবেশ লব্ধ আনন্দ নিয়ে বাড়ি গিয়ে সেই আনন্দ তারা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে ।

Harur

Salem

Krishnagiri

ধ্যান কক্ষের উদ্বোধন

নভসারি, গুজরাট

গুজরাটের প্রাচীনতম কেন্দ্র নভসারির সীমান্ত অঞ্চলে মিশনের এক বৃহৎ ভূমিখন্ড আছে। এই ভূমিতে ধ্যানের সুযোগ পাওয়ার দীর্ঘদিনের বাসনা এই কেন্দ্রের অভ্যাসীদের। স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে কঠোর পরিশ্রমে তারা একটা অস্থায়ী ধ্যানকক্ষ নির্মাণ করে। গুরুদেবের অনুমতিক্রমে ভ্রাঃ সুরেন্দ্র আগরওয়াল, ZIC (৬ বি) এর উদ্বোধন করেন ১১ মে ২০১৪। নভসারি এবং নিকটবর্তী চিখলি, বিল্লীমোরা ও অমলসাদ কেন্দ্রের প্রায় ১০০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গ করেন। একটা আশ্রম থাকার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বক্তব্য রাখেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন সময় চলে যাচ্ছে, সুতরাং আমরা সবসময় আমাদের লক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদের কেন্দ্রকে কার্যকরী ভাবে কাজে লাগাব। রবিবারের সৎসঙ্গ এখন নভসারি আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়েছে। গুরুদেবের উপস্থিতি সকলেই অনুভব করেন। নভসারি কেন্দ্রের CIC ভ্রাঃ নীতিন হরিয়ানি, নভসারি কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবকদের কঠোর পরিশ্রমের প্রসংশা করেন। তিনি এও উল্লেখ করেন যে ভালসাদ কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক দল এই প্রচেষ্টা প্রথম শুরু করেন।

আঞ্চলিক সভা, হরিয়ানা

২৫ মে সোনপত আশ্রমে এ জোন ২১ – হরিয়ানায় এক সভা হয়। প্রশিক্ষক, সমন্বয় সাধনকারী, সাহায্যকারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং সমস্ত কেন্দ্রের CICদের অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ডাঃ সত্য এন্ মন্ডল, ZIC সভাপতিত্ব করেন। যে যার কেন্দ্রের CICরা এবং আঞ্চলিক সমন্বয়কারীরা তাদের এলাকার শিক্ষণ ও উন্নয়ন, U-Connect, CREST, নৈতিক শিক্ষা, প্রবন্ধ

রচনা, IT, অভ্যাসী নথিভূক্তকরণ, স্বেচ্ছামূলক কাজ, ইকোজ্ নিউজ্লেটার, ইতিহাস এবং হিসাব রক্ষণ বিষয় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপনার পর নতুন কেন্দ্রের উন্নয়ন পদ্ধতি আলোচিত হয়। প্রাপ্য সংগতি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে এবং নতুন ও দূরবর্তী কেন্দ্রের অভ্যাসীদের সাহায্য করতে কেন্দ্রগুলির পাঁচটা গুচ্ছ গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়।

মিশন কার্যাবলীর উপর প্রশিক্ষণ

সাহজাহানপুর

জোন ১২ বি–র ১১ জন প্রশিক্ষক ও ৪১ জন অভ্যাসীকে নিয়ে ৯ থেকে ১১ মে সাহজাহানপুরের যোগাশ্রমে VBSE, মুক্ত আলোচনা চক্র, গৃহ সমাবেশ এবং প্রবন্ধ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ৩ দিনের এক সেমিনারের ব্যাবস্থা করা হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ভ্রাঃ উমা শংকর বাজপেয়ী (সম্পাদক) এবং ভ্রাঃ প্রভাত কুমার (ZIC)। অংশগ্রহণকারীরা নতুন শক্তি ও ধারণা লাভ করেন। তাদের কেন্দ্রে VBSE কর্মসূচি শুরু করার শপথ নেন। প্রবন্ধ বিষয়ে পরিকল্পনার লক্ষ্যে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেন।

যুব অধিবেশন

বনশঙ্করী আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর

ব্যাঙ্গালোরে প্রায় ৩৫ জন যুবকদের নিয়ে ১৪ ও ১৫ জুন, ২০১৪ সপ্তাহান্তে এক আবাসিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় । শনিবার দিন পঞ্জীকরণের পর প্রথমে পরিচয় পর্ব ও পরে প্রারম্ভিক অধিবেশন পরিচালনা করা হয় 'তরঙ্গ ও প্রতিফলন' এবং 'কুসংস্কার ও বিচার'– এই বিষয়ের উপর । প্রত্যেক অধিবেশনের পর অভ্যাসীদের আত্মচিন্তন এবং নিজেদের চিন্তাধারাগুলিকে পরস্পরের মধ্যে আদান–প্রদানের যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় ও পরে বিষয়টির উপর ভিত্তি করে কিছু কাজকর্ম করা হয় । এই বিষয়ের উপর গুরুদেবের দেওয়া ভাষণের ভিডিও ক্লীপ্ দেখানো হয় । অপরাহ্নে কিছু সময় স্বেচ্ছাসেবী কাজে ব্যয় করা হয় । 'প্রকৃতির মত সহজ সরল হও' বিষয়টির উপর এক অধিবেশন হয় । যেখানে বলা হয় সরল হও এবং আমাদের শুধুমাত্র প্রয়োজনগুলো নিয়েই জীবনযাপন কর, চাহিদাগুলো নিয়ে নয় ।

রবিবারের প্রথম অধিবেশনে অভিজ্ঞ একদল অভ্যাসীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় যেমন কিভাবে সহজ মার্গকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া যায়, জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়, স্বেচ্ছাসেবকের কাজে আরও উৎসাহ বর্ধন করা যায় ইত্যাদি । মধ্যাহ্ন ভোজের পর এক অভ্যাসী ভাই 'ওয়েলকাম ডেস্ক' কিভাবে সহজ মার্গে আগ্রহী ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন করবে সে সম্বন্ধে অভ্যাসীদের বুঝিয়ে দেন । তিনি আরো বললেন, যদি কেউ এই কাজে আগ্রহী হয় তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে । অন্তিম অধিবেশন ছিল 'কম্যুনিকেশন্'এর উপর । খেলাচ্ছলে কম্যুনিকেট করার ক্ষমতার গুরুত্বকে অভ্যাসীদের সামনে তুলে আনা হয় । পরে কিছু প্রেরণাদায়ক ভাষণের ভিডিও শোনানো হয় । এর থেকে কিছু ধারণা নিয়ে অভ্যাসীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে 'Pick and Talk' এ যোগ দেয় । প্রত্যেক দলকে নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে বলা হয় যে সাধারণের কাছে বলার বিষয়গুলি মাথায় রেখে বলতে পারবে । কার্যক্রমের শেষে সকলে এই উদ্যোগের অংশীদার হতে পেরেছে বলে নিজেদের খুশি ব্যক্ত করে ।

ভীলওয়াড়া, রাজস্থান

২৭শে এপ্রিল ২০১৪, ভিলওয়ারা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনে ১৩ জন তরুণ অভ্যাসী অংশগ্রহন করে । তারা একে অপরের সাথে ভান্ডারার অভিজ্ঞতা বিনিময় করে এবং পরবর্তী আধ্যাত্মিক উৎসবে কিভাবে নিজেদের প্রস্তুত করবে তা নিয়ে আলোচনা করে । সুপারিশ করা হয় যে প্রত্যেক অভ্যাসীকে ভান্ডারায় উপস্থিত হবার আগে অন্তত দুটো ব্যক্তিগত সিটিং নিতে হবে । আরও এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয় কিভাবে ভান্ডারায় পাওয়া অনুভূতি বহুদিন ধরে রাখা যায় । তাদের সিদ্ধান্ত এটাই যে তিরুপুর বা ভিলওয়ারা যেখানেই উৎসব আয়োজিত হোক না কেন নিজেদেরকে একইভাবে তারা প্রস্তুত করবে ।

বিজয়ওয়াড়া, অন্ধ্রপ্রদেশ

বেশ বড় সংখ্যায় যুবকরা ১১ মে, ২০১৪ আয়োজিত যুবা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে । আলোচনার বিষয় ছিল 'চরিত্র গঠন' এবং 'এক অভ্যাসীর জীবনে অর্থের ভূমিকা' । উদ্বোধনী বক্তৃতায় CIC যুবকদের নিজ কর্তব্যের প্রতি বেশী মনোযোগী হতে এবং আরও সক্রিয় হতে অনুরোধ করেন কোনরকম পূর্ব ধারণার বশবর্তী না হয়ে; যেখানে নৈতিক জীবন যাত্রা সহজেই আধ্যাত্মিক ধ্যান ধারণায় মথিত হয় । ভ্রাঃ রামচন্দ্র নিজের বক্তৃতায় চরিত্র গঠন প্রসঙ্গে মানব চেতনায় আধুনিক স্টাইল উপস্থাপিত করেন ।

তরুণ অভ্যাসীরা দশটি উপস্থাপনা প্রস্তুত করে এবং পরে এক দলগত আলোচনা হয় । উপস্থাপনাগুলি এক অর্থে ছিল সঠিক

যুব অধিবেশন অব্যাহত ....

মিশ্রণ, কারণ ধারণাগত দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে একসাথে ছড়িয়ে পড়েছিল । অভ্যাসীরা জানায় তারা বিভিন্ন প্রসঙ্গে গভীর অন্তর্দৃষ্টি উপলব্ধি করতে পেরেছে যা তাদের ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টায় প্রচুর সহায়ক হবে । সম্মেলনের চরম সীমায় প্রেমের উপর গুরুদেবের বার্তা ভিডিওর মাধ্যমে দেখানো হয় । স্বর্গীয় দীপ্তি সারাক্ষণ সকলেই অনুভব করে ।

কোথাগুডাম, অন্ধ্রপ্রদেশ

২০ এপ্রিল, ২০১৪ অন্ধ্রপ্রদেশের কোথাগুডাম আশ্রমে এক প্রশ্নোত্তরমূলক যুব অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক মূলবোধগুলিকে আরও শক্তিশালী করা

ও গভীরভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করা এবং একাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে মিশনের উদ্যোগে আরো বেশী অংশ নেওয়া । অশ্বপুরম, ভদ্রাচলম ও পোলভাঞ্চা কেন্দ্রগুলি থেকেও তরুণেরা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে । এ ছিল এক পুর্ণদিবস কার্যক্রম যা আলোচনা দিয়ে শুরু করা হয়েছিল । আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল – 'কেন যৌবন হল সম্ভাবনা ও প্রচেষ্টার সময়'? 'যুবক হিসাবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত ?' 'যুবদলের পরিকাঠামো ও উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত?' 'সহজমার্গের যুব সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত ও একত্রিত করার জন্য কি কি ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করা দরকার?' এবং 'কেমনভাবে যুব সম্প্রদায় মিশনের উদ্যোগে সামিল হতে পারে?' সমস্ত তরুণ অভ্যাসীরা তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে খুবই খুশি এবং তারা সবাই তাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগে সকলের কাছে উপযুক্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়াতে চায় । প্রদর্শনকারী ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল যাতে আরো বেশি বেশি করে যুব অভ্যাসীরা অংশগ্রহণ করে ।

বারানসী, উত্তরপ্রদেশ

১১ মে ২০১৪, বারানসী কেন্দ্রে এক পূর্ণ দিবস কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় । কেন্দ্রের অভ্যাসীদের মিশনের বই পড়তে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কিছু নির্বাচিত বই এর উপর ক্যুইজ্ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । গত দুটো অধিবেশনে ও ১১ মে অন্তিম অধিবেশনে 'আমার গুরুদেব' নির্বাচন করা হয় । অভ্যাসীদের ৫০ টি প্রশ্ন দিয়ে ৩০ মিনিটে তাদের উত্তর দিতে বলা হয়েছিল । ৩০ মিনিটের পর প্রশ্নগুলি সঠিক উত্তর বই এর প্রসঙ্গক্রমে ব্যাখ্যা করা হয় । অভ্যাসীরা বিশদভাবে মিশনের বই পড়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । মধ্যাহ্ন ভোজের পর 'আমার গুরুদেব' বই থেকে এক বিষয়ের উপর আলোচনা হয় । এই কার্যক্রমের ফল হল অভ্যাসীরা পুরো দিন কেন্দ্রে অবস্থান করে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করে । ফল হিসাবে সন্ধ্যার সৎসঙ্গে উপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেড়ে যায় ।

হৃদয় থেকে হৃদয় – ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ

১৫ জুন, ২০১৪ ইন্দোর আশ্রমে হৃদয় থেকে হৃদয় কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় । এই কার্যক্রমের প্রস্তুতি এক মাস আগে থেকেই চলছিল । ঘোষণা করা হয়েছিল অভ্যাসীরা তাদের সামাজিক ও অফিসিয়াল গন্ডীর মধ্যে যে কেউ আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহী তাদের নাম কেন্দ্রে জমা দেওয়ার জন্য । প্রায় ৩০০ জনের এক লিস্ট্ প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তাদের সকলকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রচুর পরিশ্রম করেছিল যাতে বেশি বেশি সংখ্যায় মানুষ এই কার্যক্রমে উপকৃত হতে পারে ।

১৫ জুন প্রায় ১৮০ জন মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে । প্রধান ভাষণ ছিল 'আধ্যাত্মিকতা – জীবনের মুখ্য প্রয়োজন' । উদাহরণ সহযোগে বিষয়টি উপস্থাপিত করা হয়েছিল । এরপর সহজ মার্গ ও এর দর্শনের উপর এক উপস্থাপনা করা হয় । এক প্রশ্নোত্তর পর্বের পর প্রায় ৪০ জন এই পদ্ধতিতে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ করে । এক পৃথক স্বেচ্ছাসেবক ডেস্ক্ খোলা হয়েছিল তাদের প্রাথমিক সিটিং এর ব্যবস্থার জন্য । মধ্যাহ্ন ভোজের সময় দশ জন অভ্যাসীর এক দল তাদের সাথে কথোপকথন চালায় ও তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয় ।

এ এমন এক কার্যক্রম যেখানে স্বেচ্ছাসেবকরা সত্যিই গুরুদেবের সেবা করার সুযোগ পায় । প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী ভাই ও বোনের এক দল একত্রে এই কার্যক্রম সফল করে তোলার সমস্ত ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করেন ।

গ্রীষ্মকালীন শিবির

এপ্রিল ও মে মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে গ্রীষ্মকালীন শিবির স্থাপনা করা হয় । প্রত্যেক কেন্দ্রে উৎসর্গীকৃত স্বেচ্ছাসেবকরা এই শিবিরের আয়োজন করেন এবং তাদের দৃঢ় প্রচেষ্টায় কার্যক্রমকে সার্থক করে তোলেন । এই শিবিরের লক্ষ্য ছিল শিশুদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা ও তাদের উৎসাহিত করা । নানা রকম ক্রিয়াকর্মের মধ্যে – ছবি তোলা, গান বাজনা, রং করা, গল্প বলা, ট্রেজার হান্ট্, কাগজের ব্যাগ তৈরী, মুভি–টাইম, ক্যুইজ্, অবাধ আনন্দোৎসব, ছোট বিজ্ঞান মেলা, টাই রং করা, অ্যানিমেশন্, কাগজের গহনা তৈরী ইত্যাদি যা সবসময়ই শিশুদের ব্যস্ত রেখেছিল । খেলাধূলা, মূল্যবোধের উপর বিভিন্ন অধিবেশন ও ক্রিয়াকর্ম যেমন মূকাভিনয়, ছোট নাটিকা শিশুদের কৌতূকের মধ্যে দিয়ে মূল্যবোধ শিক্ষা করতে সাহায্য করেছিল । একটু বয়স্ক শিশুদের জন্য ছিল নানা আলোচনা, উপস্থাপনা ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রদ ভিডিও প্রদর্শণী । কিছু কিছু কেন্দ্রে এইভাবেই তরুণেরা আধ্যাত্মিকতায় চলে আসে ।

মুম্বাই এর BMA পানভেল–এ ১১০ জন শিশু তিনদিনের শিবিরে অংশগ্রহণ করে । শেষ দিনে প্রত্যেককে তাদের নিজ রুমালে অন্যের ব্যাপারে একটা ইতিবাচক গুন লিখতে বলা হয় যা তারা স্যুভেনির হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাবে । কর্ণাটকের **রায়চুর** আশ্রমে প্রায় ৩০ জন শিশু দুদিনের শিবিরে অংশ নেয় । তারা এই অধিবেশন দারুণ উপভোগ করে এবং জানায় তারা অনেক কিছু শিখেছে । এমনকি তারা আয়োজকদের এই কার্যক্রমের সময়সীমা বাড়ানোর অনুরোধ করে ।

উত্তর প্রদেশের **সীতাপুরে** ৯ দিনের গ্রীষ্মকালীন শিবিরে বিভিন্ন স্কুল থেকে ৬০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে । **বিকানীরের** U-Connect Team দ্বারা এক অভ্যাসীর টিউশন্–সেন্টার ক্যাম্পাসে ১০ দিনের এক শিবিরের আয়োজন করা হয় । এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের আধ্যাত্মিকতার প্রতি অনুরক্ত করা । সাধারণ সচেতনতা ও আত্ম–উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা ও বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হয় ।

প্রায় ৬০ জন শিশু কর্ণাটকের **ব্যাঙ্গালোরে** বনশংকরী আশ্রমে অনুষ্ঠিত শিবিরে যোগদান করে ।

বিভিন্ন উৎসাহবর্ধক বিষয় ও কৌতূকপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম ছাড়াও তামিলনাড়ুর **ত্রিচি** আশ্রমে অনিষ্ঠিত শিবিরে 'অগ্নি নিরাপত্তা ও উদ্ধার পদ্ধতি'র উপর এক অধিবেশন হয় । শিশুদের একদিন জানকী ফার্মে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে তারা গুড় তৈরীর জায়গা দেখতে পায়, যে গুড় এক লোভনীয় খাবার ।

মানাপাক্কামে তিনদিনের শিবিরে প্রত্যেক শিশুকে এক ছোট চারাগাছ দেওয়া হয় যা তারা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করবে ও ভালোবাসার সঙ্গে প্রতিপালন করবে তাদের নিজেদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে । এইভাবে তারা তাদের জীবনে ভারসাম্য শিক্ষার অনুপ্রেরণা পাবে । অংশগ্রহণকারীরা ইউরোপীয়ান ট্রাডিশনাল লোক নৃত্য, মেপোল ড্যান্সিং এ অংশ নেয় । এই ড্যান্স্ মে'র শুরুতে প্রদর্শন করা হয় । শিশুদের মধ্যে অনেকেই ক্যাম্প জার্নাল রেখেছিল যেখানে তারা তাদের প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলন লিখে রাখত 'শাশ্বত' মুহূর্তের পর । কৃতজ্ঞতার চিহ্ন হিসাবে এক গ্রুপ ফটো,

শিশুদের তৈরী কাগজের ব্যাগ ও এক চারাগাছ শিশুরা গুরুদেবকে অর্পণ করে তাঁর হিতৈশী আশীর্বাদের জন্য।

গোলা গোকারণ নাথ আশ্রমে ১০ দিনের শিশু শিবিরে ৫১ জন উচ্চাকাঙ্খী ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। ক্যাম্পে প্রত্যেক দিন UNESCO এর বই 'Learning to be', শিশুদের কাছে অভ্যাসী ভাই ও বোনেরা বুঝিয়ে দেয়। বিভিন্ন দপ্তর যেমন স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, ব্যাঙ্ক, বনভূমি, পুলিশ, রেল ইত্যাদি থেকে অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ে দক্ষতারজৌপর বক্তব্য রেখেছিলেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের **বিশাখাপত্তনমে** ১২০ জন ছেলেমেয়ে তিনদিনের এক শিশু শিবিরে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন মাটির জিনিস তৈরী করা, কগজের ঘুঁড়ি বানানো ইত্যাদির মাধ্যমে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। শিশুদের মেডিক্যাল **First Aid** ও সুরক্ষার উপর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশের **ইন্দোর** শিবিরে ৪০ জন ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করে। ভ্রাতৃত্ববোধ ও একত্ববোধ জাগোনো এক সঙ্গীত শিশুরা প্রত্যেক দিন সমবেত ভাবে গাইত। শিবিরের শেষ দিন সমস্ত ছেলেমেয়েরা ইন্দোরে আশ্রমের জন্য নতুন কেনা মনোরম ও ছায়াসুনিবীড় দূরবর্তী এক জায়গায় চড়ুইভাতি উপভোগ করে।

সমস্ত ছেলেমেয়েরা গ্রীষ্মকালীন শিবিরে যোগদানের ব্যাপারে উদ্দীপনার সাথে তাদের আনন্দ ব্যক্ত করে ও প্রত্যেক কেন্দ্রের আয়োজকদের শিবিরের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য আবেদন করে। স্বেচ্ছাসেবক সহ যারা এই শিবিরে যোগদান করেছিল তারা সকলেই কৌতূক ও শিক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।

ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে যা এতদিন CREST ইন্স্টিট্যুট্ হিসাবে সুযোগ সুবিধা দিয়ে আসছিল, এখন থেকে তা রিট্রিট্ সেন্টার হিসাবে ঘোষণা করা হল। বর্তমান রিট্রিট্ সেন্টার কেরালার মালাম্পুঝা ও মহারাষ্ট্রের পুনের সাথে এ এক নতুন সংযোজন। খড়্গপুরের এই রিট্রিট্ সেন্টার প্রাথমিকভাবে দেশের পূর্ব ও উত্তরের অভ্যাসীদের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে। ব্যাঙ্গালোরের CREST তার গবেষণা, শিক্ষা, সাধনা ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাবে এবং বর্তমানে এটাই ভারতবর্ষে একমাত্র এই ধরণের প্রতিষ্ঠান।

ভীলওয়াড়া, রাজস্থান

রাজস্থানের ভীলওয়াড়া কেন্দ্রে দুদিনের এক মূল্যভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল। ১১ মে, এক মুভি দেখানো হয়েছিল, তারপর বিভিন্ন খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ১৭ মে কার্যক্রমে ১৩ থেকে ১৭ বছরের প্রায় ৮০ জন তরুণ–তরুণী ও ১৫ জন শিক্ষক অংশ নিয়েছিলেন।

কার্যক্রম শুরু হয়েছিল গুরুদেবের এক DVD দেখিয়ে এবং পরে আরও কিছু মূল্যবোধ ভিত্তিক ভিডিও দেখানো হয়। এই সমস্ত ভিডিও থেকে অভ্যাসীরা কি বার্তা গ্রহণ করেছিল তা ব্যক্ত করতে বলা হয়েছিল।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর গুরুদেবের ভাষণ শোনানো হয়েছিল। ইতিবাচক মনোভাবের উপর এক বক্তব্য শোনানো হয়েছিল এবং তারপরেই তাৎক্ষণিক ড্রামা হিসাবে প্রেম, ত্যাগ, দয়া ও বাস্তব জীবনের ঘটনার উপর অভিনয় করতে বলা হয়েছিল। পাইপ ও বলের সাহায্যে এক খেলা দেখিয়ে লক্ষ্যের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছিল এবং এর সাথে সাথেই ভ্রাতৃত্ববোধ, প্রেম, দলগত ক্ষমতা ও মিলনের গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছিল। শেষ অধিবেশনে গুরুর গুরুত্বের উপর আলোচনা হয়। প্রত্যেকেই সমগ্র অনুষ্ঠানটি দারুণভাবে উপভোগ করেছিল।

মুম্বাই, মহারাষ্ট্র

২৩ মে ২০১৪, জুহুর বিল্লাবঙ্গ উচ্চ আন্তর্জাতিক স্কুলে প্রায় ২৫ জন শিক্ষকদের কাছে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্বের ব্যাপারে জানানো হয়। স্কুলে মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা পরিচালনা করার জন্য স্কুলের অধ্যক্ষ স্বেচ্ছাসেবকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ডঃ রাখী অরোরা মুল্যবোধ শিক্ষা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তারপর ডঃ ললিতা আজকের সমাজে অশুভের প্রভাব ও মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বাড়িতে ও স্কুলে উভয় জায়গাতেই এর প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে এই শিক্ষা শিশুদের অন্তর থেকে শক্তিশালী করতে পারে। এরপর পিতা ও পুত্রের এক কাহিনী ভিডিওতে দেখানো হয়। এ ছিল সত্যিই এক হৃদয়স্পর্শী কাহিনী এবং শিক্ষক ও অভিভাবকগণ উভয়েই অনুভব করেন তাঁদের আরও সময় শিশুদের প্রতি দেওয়া উচিত যাতে তাদের সঠিক গাইড করতে ও ঠিক পথে চালিত করতে পারেন। কার্যক্রমের পরে কিছু শিক্ষক স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে সামান্য আলোচনা করেন ও কয়েকজন ধ্যানের ব্যাপারে বিশদ জানতে ও শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কারকালা, কর্ণাটক

১ জুন, ২০১৪ কারকালা কেন্দ্রে ১২ জন অভ্যাসী এক পূর্ণদিবস কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। গুরুদেবের ভাষণের এক ভিডিও শোনানোর পর ডঃ নলিনী অভ্যাসীদের কার্যক্রমের বিষয় 'সাধনায় মনোভাবের ভূমিকা' সকলের কাছে ব্যক্ত করেন। তিনি সঠিক মনোভাবের প্রয়োজনীয়তা ও কিভাবে দশ সূত্র পালনের মাধ্যমে সঠিক মনোভাব গড়ে ওঠে তার উপর আলোচনা করেন। অভ্যাসীদের কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের জীবনের লক্ষ্য ও দৈনন্দিন সাধনার উপর মূল্যায়ণ করতে বলা হয়। তিনি ইতিবাচক মনোভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন ও কি কি আমাদের প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক তারও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর মনোভাবের উপর দলগত আলোচনা ও গল্প করা হয়। কার্যক্রমের শেষে অভ্যাসীদের দুটো দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে গল্পের উপর ভিত্তি করে দুটো করে ছোট নাটিকা অভিনয় করে দেখাতে বলা হয়। সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শোলাবন্দন আশ্রম, তামিলনাড়ু

মাদুরাই, ভাদিপট্টি, উসিলামপট্টি, চিনালাপট্টি এবং বাটলাগুন্ডু থেকে ১৫০ জন অভ্যাসী ২৫ মে শোলাবন্দন আশ্রমে সমবেত হয়েছিলেন একদিনের এক পূর্ণদিবস অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে। বিষয় ছিল 'সহজ মার্গ ও সাংসারিক জীবন'। এই কার্যক্রমের জন্য চেন্নাই থেকে ডঃ কস্তুরী ভেঙ্কটচলম্, মাদুরাই থেকে ভ্রাঃ পালানিয়াপ্পন এবং চিনালাপট্টি কেন্দ্র থেকে ডঃ সাবিত্রী ফ্যাকাল্টি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

কার্যক্রম শুরু হয় ডঃ কস্তুরীর এক বক্তব্য দিয়ে যেখানে তিনি গুরু ও শিষ্যের মধ্যে জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেন। ভ্রাঃ পালানিয়াপ্পন তাঁর বক্তব্যে ৫ ও ৭ নম্বর সূত্র সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং সত্যিই যে দুঃখ কষ্টগুলো ঈশ্বরের দান তা অভ্যাসীদের মধ্যে ব্যক্ত করেন। ডঃ সাবিত্রী একজন অভ্যাসীর সাংসারিক জীবনের গুরুত্বের উপর প্রভূত জোর দেন। মধ্যাহ্ন ভোজের পর দলগতভাবে অভ্যাসীদের মধ্যে সহজ মার্গ সাধনা শুরু করার পর পরিবর্তনের উপর আলোচনা করা হয়। অধিবেশন শেষে ডঃ কস্তুরী এক ছোট্ট বক্তব্য রাখেন এবং সন্ধ্যার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

গ্যাংটক আশ্রম, সিকিম

ছোট্ট পার্বত্য প্রদেশ সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক পূর্ব হিমালয়ের মহান কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত । সিকিম রাজ্য তিন আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা পরিবেষ্টিত – পশ্চিমে নেপাল, উত্তরে তিব্বত এবং পূর্ব দিকে ভুটান । এই প্রদেশের বৈশিষ্ট্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র – দ্রুতগামী জলপ্রবাহ, অতি উচ্চতায় জলাশয় ও হিমবাহ এবং সুগভীর বনভূমি ।

গ্যাংটক কেন্দ্রের সূত্রপাত হয় ২০০৫ সালে । তখন রবিবারের সৎসঙ্গ এক অভ্যাসী ভাইয়ের বাড়িতে পরিচালিত হত । গুরুদেব ২০০৯ সালে গ্যাংটক পরিদর্শন করেন এবং সিকিম ধন্য হয়ে যায় । গুরুদেব তিন স্বর্গীয় দিন সেখানে অতিবাহিত করেন এবং যারপরনাই খুশি হন । তাঁর অবস্থানকালেই এখানে আশ্রম স্থাপনার ধারণা প্রসূত হয় ।

২০১১ সালে সিকিম গভর্নমেন্ট ০.৩৩ একরের এক টুকরো জমি মিশনকে দিতে মনস্থ করে । গ্যাংটক শহরের ঠিক মাঝখানে এই জমি অবস্থিত । গুরুদেব এই জমিতে আশ্রম নির্মাণ অনুমোদন

জ্যোতির্কেন্দ্র

করেন । ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১, আশ্রমের অভিগমন পথ ও চারপাশের দেওয়াল তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায় । প্রকৃতি মানুষের ইচ্ছা ও বিশ্বাসের পরীক্ষা নেয় এবং এখানে এটা সত্যিই পরীক্ষিত হয়েছিল যখন ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১তে সিকিমে এক বিধ্বংসী ভূমিকম্প দেখা দেয় । নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার ঠিক ৬ দিন পরেই । এর জন্যই ডিজাইন প্যারামিটারের পরিবর্তন ঘটানো হয় এবং আশ্রম ভূমিকম্পরোধী হিসাবে নির্মাণের কাজ আবার মার্চ ২০১২তে শুরু করা হয় । গুরুদেবের আশীর্বাদে সুউচ্চ ভূখন্ড ও সুগভীর বৃষ্টিপাতের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছিল । গুরুদেবের নির্দেশানুসারে আশ্রমের বহির্ভাগের নক্শা পারিপার্শ্বিকতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়েছিল । যদিও এই আশ্রম ছোট্ট জমির উপর নির্মিত, এর সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা আছে – প্রায় ২০০ জন অভ্যাসীর বসার মত ধ্যানকক্ষ, অধ্যক্ষের কার্যালয়, খাবার জায়গা, ভাঁড়ারসহ রান্নাঘর, আশ্রম প্রবন্ধকের থাকার ঘর, শিশুদের খেলার জায়গা এবং সৌচালয় ও প্রায় ২০ জন অভ্যাসীর একই সময়ে থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থা ।

আশ্রমের দুইদিকে পরিশ্রুত জল প্রবাহিণী আর উত্তর–পশ্চিমে এক মনোরম উপত্যকা দৃশ্য ।

২২ জুলাই ২০১৩, গুরু পূর্ণিমার দিন গুরুদেব চেন্নাই থেকে এই আশ্রমের উদ্বোধন করেন । গ্যাংটকের অভ্যাসীরা আশ্রমের এক DVD নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন । উদ্বোধনের পরই গুরুদেব বলেন, “কমলেশ, আমি এই জায়গাটা দেখতে চাই যদি বাবুজী আমাকে অনুমতি দেন .....” ।

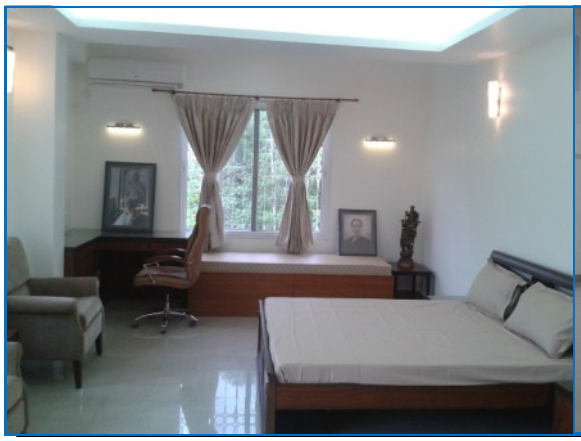
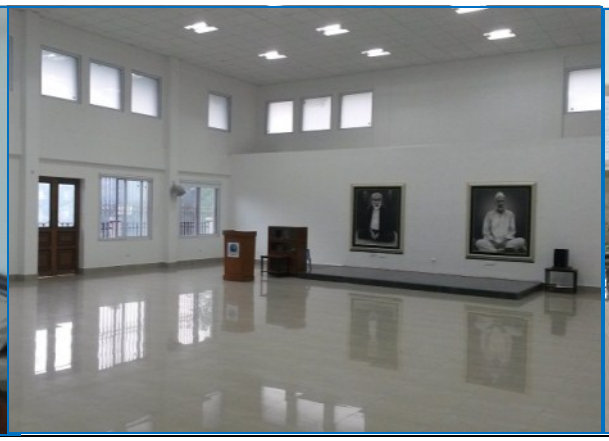

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2014 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. “Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", “SRCM”, “Constant Remembrance” and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.